মেহেরপুরের গাংনীতে আরো দু’জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরের গাংনীতে নতুন করে দুজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে।

শনিবার বিকাল সাড়ে ৫টায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেলা সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন।

আক্রান্তরা হলেন গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের দুলাল হোসেন
(৩০) ও সাহারবাটি গ্রামের আল আমিন (৩৫)।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন জানান,আক্রান্ত দুজনের বিষয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল পিসিআর ল্যাব থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। আক্রান্তদের নিজ নিজ বাড়িতে আইসোলেশনে রাখা হচ্ছে। এছাড়া আক্রান্তদের বাড়ি সহ পার্শবর্তী কয়েকটি বাড়ি লকডাউন করার প্রক্রিয়া চলছে।

ভয় – এসআই মেহেদী

ভয়ে আজ থরথরিয়ে হাতটি কাঁপছে! কী বোর্ডে হাত ঠিকমতো পড়ছে না। মাথাটাও কেমন যেন দপ দপ করছে। হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। খুব খুব বেশি ভয় হচ্ছে! অজানা আতঙ্কে হৃদয়ের কম্পন গতি বেড়েই চলেছে। একটি পরাজয়ের ভয় যেন সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে আমার মানসপটে। কেন এতো ভয় হচ্ছে আমার?

৭১ এর রনাঙ্গনে গুলিবিদ্ধ কিশোর ছেলেটিতো সেদিন ভয়ে কাঁদেনি! জীবনের শেষগুলিটিও তো তার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি? তের বছরের কিশোরী মেয়েটি সেইদিন দশজন পাকিস্তানী নরপশুর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে এতটুকু ভয় পায়নি? সেই একই দিনে, রাজারবাগ বেতারের কনস্টেবল তো আক্রমণের খবর ছড়িয়ে দিতে ভয় পায়নি! এমনকি আমার পূর্ব পুরুষরা সাজোয়া ট্যাংকের উপর গুলি ছুড়তেও একাত্তরে ভয় পায়নি। তাহলে আজ আমি কেন এতো ভয় পাচ্ছি? আমি তো তাদেরই উত্তরসূরী। তাহলে কি আমি

ভীতু! সত্যিই কি আমি ভীতু?

আমিও তো চালিয়েছি সিন্দাবাদের সেই পঙ্খীরাজ। দুর্দান্ত দাপটের সাথে টিপু সুলতানের মতো, আস্তাবলের সবচেয়ে তেজি ঘোড়াটা নিয়ে ছুটেছি সারদার পুলিশ ট্রেনিঙয়ের মাঠে। এক লাফে চুড়ায় উঠেছি; নয় ফুট উচ্চতার সমান সীমানা প্রাচীরের। রশি বেয়ে উঠেছি বাইশ ফুট। গ্রীষ্মের কাটফাটা দাবদাহের গরমে পুড়ে কংক্রিটের রাস্তা ধরে প্রতিদিন দৌড়েছি দশ কিলোমিটার পথ।

একআঙ্গুলে বহন করে চলেছি চার কেজি ওজনের হাতিয়ার। আমার আঙ্গুলের ইশারায় গগনবিদারী শব্দে গর্জে উঠেছে বিশ্বসেরা সব আগ্নেয়াস্ত্র। কিন্তু আমি তখন একটুও ভয় পাইনি।প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশে দেখেছি নতুন নতুন কবর! যারা কয়দিন আগে আমাদের মতো করে দৌড়াতো এই কংক্রিটের রাস্তা ধরে। দেখেছি সারদাহ এর মাঠে হঠাৎ পাশের বন্ধুটি কংক্রিটের উপর পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে।

আর আমরা তাকে ফেলে দৌড়ে চলেছি। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে কতো জন ভেঙ্গেছে হাত, পা এবং কোমর। তাদেরকে নিয়ে দ্রুত গতিতে মাঠ ছেড়েছে অ্যাম্বুলেন্স। তখনতো কোন ভয় পায়নি আমি। মৃত্যু পুরীতে কাটিয়েছি একটি বছর। প্রতিদিন আশে পাশে ঘুরেছে আজরাইল।

একটুও ভয় পাইনি। কিন্তু আজ আমার বড্ড ভয় হচ্ছে। এক বছরের মৌলিক প্রশিক্ষন শেষে পবিত্র সংবিধান, পতাকা ও পবিত্র কোরআনে উপর হাত রেখে শপথ করছি দেশ মাতৃকার প্রয়োজনে নিজের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করবো না। তাহলে কেন? কেন সেই আমি আজ ভয় পাবো?

আমার ভয় হচ্ছে। বড্ড ভয় হচ্ছে। ভয় হচ্ছে, হাজারো আশরাফুল শেখদের কথা ভেবে। নড়াইলের আশরাফুল শেখ। বয়স আর কতোই বা হবে!দুই কন্যা সন্তানের জনক তিনি। বড় মেয়েটি এবার অনার্স শেষ করেছে; আর ছোট মেয়েটি এবার এইচ এস সি দিবে।

আশরাফুল শেখ রোগাক্রান্ত জীর্ণ শীর্ণ শরীরে মাদুরের বোঝা মাথায় নিয়ে পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ফেরি করে। তার পা যেদিন চলে না; বাড়ির চুলাটাও সেইদিন জ্বলেনা। আশরাফুল শেখের শরীরটা বেশ কয়েক বছর ধরেই খারাপ। চিকিৎসা তো দূরের কথা, মৃত্যুর আগ পযর্ন্ত একবেলা বিশ্রাম তার কপালে জোটেনি। তার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তিনি। একটি মাত্র কুড়ে ঘর ছাড়া আর কোন সম্পদ তার নাই। মেয়ে দুইটি পড়াশুনায় খুব

ভালো।

আশরাফুল শেখ ক্ষুধা পেটে অসুস্থ শরীরে মাদুরের বোঝাটি মাথায় নিয়ে মনের জোরে ধীরপায়ে এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ফেরি করে। ভাবে বড় মেয়েটা চাকরী পেলে তার আর কস্ট থাকবে না। আশরাফ শেখ শেষ কবে দুপুরের খাবার খেয়েছে তার মনে পড়ে না। কখনো একটা বিস্কুট সাথে কয়েক গ্লাস পানি দিয়ে পেটটা ভরেছে।তবে ইদানীং সে মনে করে তার চিকিৎসা করানোটা খুব বেশী দরকার।

কিন্তু ভাত যেখানে স্বপ্ন; চিকিৎসা সেখানে বিলাসিতা ছাড়া আর কি! ছোট মেয়েটার সামনে পরীক্ষা। তার একটা জামা কেনার দরকার। আশরাফ শেখ প্রতিদিন অল্প অল্প করে জমিয়ে তিনশ টাকার মতো করতে পেরেছে। বড় মেয়েটার এমবিএ ভর্তীর তারিখ দিয়েছে। লাগবে তিনহাজার টাকা। এই সব ভাবতে ভাবতে আশরাফ শেখ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

কোন ভাবেই আশরাফ শেখের জ্ঞান ফেরেনা। স্থানীয়দের সহায়তায় তাকে নড়াইল সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে ডাক্তার উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় প্রেরণ করেন।

আশরাফ শেখের মেয়েরা স্থানীয়দের কিছু সহায়তা এবং সুদি মহাজনের কাছ থেকে ধার করে চব্বিশ হাজার টাকা নিয়ে গত ১১/৫/২০২০ তারিখে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে হাসপাতালে ভর্তি করায়। টাকার অভাবে তেমন কোন চিকিৎসা সে পায়নি।

এরই মধ্যে আশরাফ শেখের শরীরে করোনা ভাইরাসের লক্ষ্মণ প্রকাশ পায়। পরীক্ষায় আশরাফ শেখের করোনা পজিটিভ আসে। অভিমানী আশরাফ শেখ ২০ মে ২০২০ তারিখে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে আল্লাহ্র কাছে আপন গন্তব্যে পাড়ি জমান।

কিন্তু আশরাফ শেখ মরেও যেন মুক্তি পেলোনা। পেলোনা প্রিয় ভূমি ও প্রিয় মানুষের বিদায়। যেহেতু আশরাফ শেখ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলো, তাই তাকে কবর দেওয়ার জন্য কেউ জমি দেয়নি। কেউ খুড়তে চাইনি তার কবর। আশরাফ শেখের অসহায় মেয়ে আর স্ত্রীর বুকফাটা কান্নায় গলেনি কারোর হৃদয়।

এদিকে হাসপাতাল থেকে লাশ নেওয়ায় জন্য বার বার তাগাদা দিচ্ছে কতৃপক্ষ। কি করবে আশরাফ শেখের মেয়ে আর স্ত্রী? তাদের তো নিজের কোন জমি নাই। আবার লাশ দাফনের মতো কোন পুরুষ মানুষ ও নাই। তারা অঝোর ধারায় কেঁদেই চলেছে হাসপাতালের সামনে।

আল্লাহ মানুষকে কেন এতো কঠিন পরীক্ষায় নেন? মানুষ কেন এতো বেশী অসহায়? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জোরাজুরীতে আশরাফ শেখের মেয়ে তাদের অসহায়ত্বের কথা কর্তৃপক্ষকে জানালে তারা লাশ পুলিশ কে দিয়ে দেওয়ার পরামর্শ প্রদান করে।

আশরাফ শেখের মেয়ে একথা শুনে স্তব্ধ হয়ে যায়। তারা তার বাবাকে চিকিৎসা করাতে পারলো না; মরার পরে নিজেরা দাফন কাজও করতে পারবে না। তার প্রিয় বাবার লাশটাও বাড়িতে নিতে পারবে না।

আশরাফ শেখের মেয়ের বুক ফাটা চিৎকারে হাসপাতালের আশপাশে এলাকার বাতাস ভারি হয়ে উঠে। বারবার বাড়িতে ফোন করে কোন সাড়া না পেয়ে আশরাফ শেখের মেয়ে কান্না থামিয়ে বলে, আপনারা যেটা ভালো মনে করেন সেটাই করেন।

আমরা লাশ গ্রামে নিতে পারবো না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অফিসার ইনচার্জ মিরপুর মডেল থানা লাশ দাফনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এইসব দেখে শুনে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারছি না। ইদানীং খুব তাই ভয় হচ্ছে আমার!

সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিশজনের করোনা পজিটিভ মিরপুর থানায়। করোনা উপসর্গ নিয়ে পরীক্ষার অপেক্ষায় আরো দশজন। তাই ভয় হয় মিরপুর থানার আমরা সবাই যখন করোনা পজিটিভ হয়ে যাবো তখন কি ঘটবে? আশরাফ শেখদের লাশ কি তখন রাস্তায় পড়ে থাকবে?

এজন্যই কি তের বছরের কিশোরীটা সেদিন তার শরীরের উপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীদের উদ্দাম নাচ নাচতে দিয়েছিল? সে কি জানতো টাকার অভাবে আশরাফ শেখদের চিকিৎসা হবে না? জমি না থাকার কারনে নিজ গ্রামে তার কবর হবে না?

আশরাফ শেখদের কথা শুনে কি কষ্ট পাবেনা সেদিনের সেই কিশোর যোদ্ধাটি। সে যদি জানতো আশরাফ শেখদের জন্য স্বাধীন দেশে এই পরিনতি অপেক্ষা করছে তাহলে কি সে ভয় পেতো না?

সে কি পারতো গুলি করে লক্ষ্য ভেদ করতে? নিশ্চয়ই এ কথা জানলে তার হাত কাপতো! বুক চিতিয়ে দাড়াতে পারতো না সেদিন রাজার বাগের পুলিশ বাহিনী!

তাই আজ আমার বুক ভয়ে দূরু দূরু করছে! আমার তো টাকা নাই; চিকিৎসা হবেতো? আমার জমি নাই কবরের জন্য; কেউ জমি দিবে তো? আমার থানায়

বিশজন আক্রান্ত!

আমি যদি করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যায় আমার লাশ নিজ গ্রামে নেওয়া হবেতো? তাই একথা বলতে আজ আমার কোন লজ্জা নাই! ভয়ে আমার বুকটা কাঁপছে।

সত্যিই খুব ভয় পাচ্ছি আমি।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে ভ্যান চালকের মৃত্যু

মেহেরপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে পলাশ আলী (৬০) নামের এক ভ্যান চালকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুর ১২ টায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। পলাশ আলী গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের সাকের মন্ডলের ছেলে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন জানান,পলাশ আলী ঠান্ডা সর্দি কাশি ও জ্বরের কারনে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়। এরপর তাকে আইসোলেশনে ওয়ার্ডে নেওয়ার পর পরই মারা যায়। ইতোপূর্বে তার এ্যাজমার সমস্যা ছিলো।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা: রফিকুল ইসলাম জানান,করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হওয়ার কারনে পলাশ আলীর নমুনা সংগ্রহ করা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান,করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশ দাফনের জন্য ইসলামি ফাউন্ডেশনের একটি টিম ও সহকারী কমিশনার ভুমি ইয়ানুর রহমান ও গাংনী থানা পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

পলাশ আলীর পরিবার জানান,সে বেশ কিছু দিন যাবৎ হার্ট ও এ্যাজমার সমস্যায় ভুগছিলেন। অসুস্থ্য অবস্থায় তিনি গাংনী হাসপাতালে

চিকিৎসাও নিয়েছেন। মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

মুজিবনগরে পুলিশের ঈদ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর নির্দেশে মুজিবনগর উপজেলায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী পৌছায়ে দিয়েছেন মুজিবনগর থানা পুলিশ।

শনিবার মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে অসহায় কর্মহীন পরিবারের হাতে এ সকল ঈদ সামগ্রী তুলে দেন। মুজিবনগর উপজেলার প্রতিটি গ্রামে ঈদ উপহার স্বরুপ দেওয়া হবে বলে জানান ওসি আব্দুল হাসেম।

ঈদ সামগ্রী বিতরণকালে সহযোগিতা করেন এস আই মোমিনুর রহমান।

দুই ঘন্টা বাইরে ম্যাজিস্ট্রেট, ভেতরে আটকা অসংখ্য ক্রেতা

কুষ্টিয়ায় দোকান বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে ভেতরে রমরমা ব্যবসায়ের অভিযোগে মৌ ফ্যাশান নামে এক দোকান মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়াও সরকারি নির্দেশনা না মানায় বিভিন্ন দোকান মালিককে মোট ৪৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

শুক্রবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সবুজ হাসান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া শহরের ইসলামিয়া মার্কেটে অবস্থিত মৌ ফ্যাশন নামক তিন তলা বিশিষ্ট বস্ত্রবিতানের ভিতরে অসংখ্য ক্রেতা ঢুকিয়ে দিনের পর দিন কৌশলে রমরমা ব্যবসা চালিয়ে আসছে।

এমন অভিযোগে শুক্রবার দুপুরে অভিযান পরিচালিত হয়। কিন্তু জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি টের পেয়েই সেখানকার ২১ জন কর্মচারী, মালিক ও অসংখ্য ক্রেতা সহ তিন তলার প্রতিটি দরজায় বাহিরে থেকে তালা লাগিয়ে দোকানের অপর একজন মালিক পালিয়ে যায়।

দীর্ঘ দুই ঘন্টা অপেক্ষায় থাকার পর দোকান মালিক সমিতির নেতাদের সাথে করে সেই দোকান মালিক এসে দোকান খুললে ভেতরে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যুৎবিহীন দোকানের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আটকে পড়া অসংখ্য ক্রেতা সাধারন। তাদেরকে প্রায় দুই ঘন্টার শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান পরিচালনা করে উদ্ধার করা হয়।

এমন অমানবিক কার্যক্রম ও সরকারি আদেশ অমান্য করে গণজমায়েত করে ব্যবসা পরিচালনার দায়ে দোকান মালিককে দন্ডবিধি, ১৮৬০ আইন এর ২৬৯ ধারা মোতাবেক ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ডের শাস্তি প্রদান করা হয়।

তিনি আরও জানান, শহরের বিভিন্ন শপিংমল, বস্ত্রবিতান ও কসমেটিকস সামগ্রীর দোকানে করোনা বিস্তারোধকল্পে সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিতকরণে ভোর ৬ টা হতে এই অভিযান পরিচালনা করে প্রায় ত্রিশ জন বিক্রেতা ও ক্রেতাকে আরও ২৪ হাজার টাকা সহ মোট ৪৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

এসময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক শাহীন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

মেহেরপুরের গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুর প্রতিদিন এর সাবেক গাংনী প্রতিনিধি ও বর্তমান প্রেস হাউস ও দৈনিক দিনের খবর পত্রিকার সাংবাদিক সিদ্দিকী শাহীন মারাত্মক আহত হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় গাংনী চোখতোলা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এ সময় মেহেরপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন আহত সাংবাদিক কে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন।

সেখানে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

সাংবাদিক শাহিনের হাত-পাসহ বিভিন্ন অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। তার সুস্থতা কামনা করেছে মেহেরপুরের সাংবাদিকবৃন্দ সহ সুশীল সমাজ।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর উদ্যোগে অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে ঈদ -উল ফিতর উপলক্ষে মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঈদ সামগ্রী তুলে দেন।

মেহেরপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ১হাজার পরিবারের মাঝে এই ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এ নিয়ে মেহেরপুর পৌরসভার ১১হাজার পরিবারে কাছে পৌঁছে গিয়েছে খাদ্য সহায়তা।

জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, করোনা ভাইরাসের কারনে যে সব খেটে খাওয়া মানুষ গুলো কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের মাঝে এই সামান্য উপহার খাদ্য সামগ্রী বিতরন করছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই প্রতিনিয়ত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে চলছি।

তিনি আরও বলেন যতদিন করোনা পরিস্থিতি থাকবে ততদিন আমার পৌর এলাকাতে কেও না খেয়ে থাকবে না।

ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করেন প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন , ৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন, ৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাকিল রাব্বী ইভানসহ যুবলীগ নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের পক্ষে পিপিই বিতরণ করলেন এমএএস ইমন

মেহেরপুরে সাংবাদিক, পত্রিকা হকার, ইমাম ও নার্সদের মাঝে পারসোনাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট(পিপিই) প্রদান করলো মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাব, ঢাকা। শুক্রবার সন্ধায় মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রধান কার্যালয়ে মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রকাশক এমএএস ইমন এসকল নেতৃবৃন্দের হাতে পিপিই তুলে দেন।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের পক্ষে পিপিই গ্রহন করেন সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের পক্ষে পিপিই গ্রহন করেন প্রেস ক্লাবে অর্থ সম্পাদক জিএফ মামুন লাকি, ইমামদের পক্ষে পৌর ইমাম সমিতির সভাপতি ও হোটেল বাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা রোকনুজ্জামান। এসময় ১শ পিস পিপিই সেট প্রদান করা হয়। পিপিই গ্রহনকালে মাওলানা রোকনুজ্জামান বলেন, এই প্রথম

ইমামরা কোন সংগঠনের পক্ষ থেকে সুরক্ষা সামগ্রী উপহার পেল।

আমরা করোনায় আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির জানাযা ও দাফন কাজে অংশগ্রহনকারী ইমামদের মাঝে বন্টন করা হবে। পিপিই প্রদানকালে মেহেরপুর কমিউনিটি ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রকাশক এমএএস ইমন বলেন, মেহেরপুরে যারা করোনা মোকাবেলায় সামনে থেকে অংশ গ্রহন করছে তাদের সুরক্ষার জন্য মেহেরপুর কমিউনিটি ক্লাবের পক্ষ থেকে সামান্য উপহার স্বরুপ পিপিই প্রদান করা হলো। মেহেরপুর কমিউনিটি ক্লাব সব সময় মানুষের পাশে আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে।

গাংনীতে নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে এমপি খোকনের ঈদ উপহার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে মহিলা কৃষি ক্লাবের ১৮০ জন নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ঈদ উপহার তুলে দিলেন এমপি মাহমুদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

শুক্রবার বেলা এগারোটার দিকে মেহেরপুর ২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান খোকন নিজস্ব অর্থায়নে এই নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করেন। মহিলা কৃষি ক্লাবের সংগঠক মোছাম্মদ পিংকি খাতুন এর সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন এমপি পত্নী লায়লা আরজুমান বানু শিলা।

এমপি সাইদুজ্জামানের নিজ গ্রামের ১৮০ জন মহিলা কৃষি উদ্যোক্তা দের মাঝে ঈদ উপহার প্রদানকালে বলেন, পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও কৃষি ক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সে ক্ষেত্রে বাড়ির আঙিনা হয়ে উঠেছে একেকটি খামার। নারীরা কৃষি ক্ষেত্রে অবদান রাখায় কৃষি ও কৃষকের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। করোনা মোকাবেলায় দেশে খাদ্য ঘাটতি যোগান দিতে 1 ইঞ্চি জায়গা যেন পড়ে না থাকে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই বার্তাটি পৌঁছে দিচ্ছেন গাংনী উপজেলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পাড়া-মহল্লা বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে।

এমপি পত্নী লায়লা আরজুমান বানু শিলা বলেন তিনিও বাড়ির আঙ্গিনায় কীটনাশক মুক্ত সবজি আবাদ করেন। তিনি প্রত্যেক নারীকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কৃষিক্ষেত্রে অবদান রাখার আহ্বান জানান। ঈদ উপহার বিতরণে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের গাংনীতে আনারুল ইসলামের বস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মোঃ আনারুল ইসলাম তার নিজ উদ্যোগে গরীব অসহায় পরিবারের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করেছেন।

শুক্রবার সকাল দশটার সময় ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম এর নিজ বাসভবনে ভবানীপুর গ্রামে ২শ ৫০ জন হতদরিদ্র নারী-পুরুষের মাঝে এ বস্ত্র বিতরণ করেন। এলাকার মানুষ যেন নতুন পোশাকে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন করতে পারে সে লক্ষ্যে বস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

সেই সাথে প্রতিটি বিত্তবান মানুষ যেন তার প্রতিবেশীদের নতুন পোশাক কিনে দেন সে আহ্বান করেন। বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে তার নিজ গ্রামের গন্যমান্য ব্যাক্তি ও তার পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।